ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

পাঠ্য বইয়ে পরিবর্তন

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বাদ

কাগজ প্রতিবেদক : অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে মূলত পরিবর্তন করা হয়েছে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়' অধ্যায়কে ঘিরে। জোট সরকারের পরিবর্তনের প্রবণতা আবর্তিত হয়েছে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে— শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বাদ দেওয়া, স্বাধীনতার ঘোষণাকারীর নাম পরিবর্তন এবং রাজাকারদের কীর্তিকলাপ মুছে ফেলা।

এ বইয়ের ৬৫ পাতায় স্বাধীনতার ঘোষণা প্যারায় ৭ লাইনের যে ব্যাখ্যা ছিল তা কেটে দু লাইনে নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে, 'স্বাধীনতার ঘোষণা' প্যারার বর্ণনা এরকম— '২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণার পর

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

সামাজিক বিজ্ঞান
অষ্টম শ্রেণী

অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বই

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বাদ

● প্রথম পাতার পর

পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।' অথচ এর আগের সংস্করণে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গটি ছিল এরকম, 'গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দের এবং ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌছে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। শুরু হয়ে যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি প্রচার করেন ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ইতিমধ্যে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।'

স্বাধীনতার ঘোষক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেই জোট সরকার ক্ষান্ত হয়নি। তারা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড মানুষের মন থেকে মুছে দিতে চাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এ বইতে যে অংশটি ছিল তা পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। সে অংশটি হচ্ছে এরকম, 'মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ দলীয় এদেশীয় একটি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের নানাভাবে সহযোগিতা করে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাঙালির কৃতী সন্তানদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিদের এ দোসররা রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামে বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গড়ে তোলে। তারা এদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।'